

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
সমন্বয় শাখা  
www.mole.gov.bd

বিষয়ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ মহিদুর রহমান যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আদালত)
সভার স্থান	:	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সভাকক্ষ, বিজয়নগর, ঢাকা।
সভার তারিখ	:	২০.১২.২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায়
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শিল্পকারখানার মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন, রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হলো নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সততা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। এজন্য সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্য অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা সিটিজেন চার্টার ও ই-গভর্নেন্স কর্মপরিকল্পনা চালু করে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সুশাসনের এই জবাবদিহিমূলক উপকরণসমূহ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা রেখেছে। সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এসব ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে সকল অংশীজনকে অবহিত করার জন্য কর্মপরিকল্পনায় কার্যক্রমেও রাখা হয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তিনি বিশেষ করে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের শ্রম আইন, ২০০৬ যথাযথ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে সহকারী সচিব (সমন্বয়) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি, দপ্তর/সংস্থা ও আঞ্চলিক দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম আইয়ুব (০১৭০৫৪৭৬০৪২), ম্যানেজার, বিক্রমপুর প্লাস্টিক লি., কামরাংগীরচর, ঢাকা (মালিকপক্ষের প্রতিনিধি) সভায় বলেন, কারখানা পরিচালনার জন্য দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন। দক্ষ শ্রমিকের অভাবে মালিকদের কারখানা চালাতে অনেক হিমশিম খেতে হয়। তাই শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক তৈরী করতে পারলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং মালিক ও শ্রমিক উভয় উপকৃত হবে। ফলে দেশও স্বাবলম্বী হবে। মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার স্বার্থে কারখানা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। যেমন মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন ও পাওনাদি পরিশোধ করা হয়। শ্রমিকদের জন্য এই কারখানায় ০৫দিন পিতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করা হয়। কারখানায় মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে কিছু অসাধু শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন করার ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এ কারণে কারখানায় কখনও কখনও সাময়িক অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

জনাব মোঃ নেয়ামুল করিম (০১৭১৩৩৮০০৮৫), সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, ইনসেপ্টা ফার্মাসিটিক্যালস লি: (মালিকপক্ষের প্রতিনিধি) বলেন, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। জয়িতা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারী শ্রমিকদের বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ডাক্তার ও নার্স রয়েছে। ডে-কেয়ার সেন্টার রয়েছে। শ্রমিকদের সময়মত বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করা হয়। তবে বেতনের সিংহভাগ তাদের আবাসন খাতে ব্যয় হয়ে যায়। শ্রমিকদের জন্মদিন উদযাপন, কমিউনিটি স্কুল, চিকিৎসা কেন্দ্র, শ্রমিকদের সুলভমূল্যে নিত্যপণ্য ক্রয়ের সুপারসপ রয়েছে। তিনি মন্ত্রণালয় হতে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে আবাসন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব মো: মাসুদ খান (০১৭৫৫৫৩০৬৫৬), ম্যানেজার, বিল্ডিং টেকনোলজি এন্ড আইডিয়াস লি: (মালিকপক্ষের প্রতিনিধি) সভায় বলেন, কারখানায় কোনো প্রকার শ্রমিক অসন্তুষ্টি নেই। কারখানায় কোনো সমস্যা উঠিত হলে শ্রমিকরা মালিকের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে আলোচনা করে সমাধান পেয়ে থাকে। শ্রমিকদের সকল বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। কারখানার অভিযোগ বক্সে অভিযোগ করলে তার প্রতিকার প্রদান করা হয়। শ্রমিকদের ডাচ-বাংলা ব্যাংকের (রকেট) ও অন্যান্য ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে ০৭ তারিখের মধ্যে বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হয়। প্রতিবছর পিকনিক ও পিঠা উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের নিমিত্ত কারখানার নিকটস্থ হাসপাতাল/ক্লিনিকের সাথে চুক্তি রয়েছে। তবে যেসকল শ্রমিক প্রজেক্টে ও কারখানা হতে দূরে কর্মরত রয়েছেন, তারা এ চিকিৎসা সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়। তাই সরকার কর্তৃক সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে শ্রমিকদের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হলে শ্রমিকরা উপকৃত হতে পারে। তিনি এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ হোসেন (০১৩১৩৪০১৫১০), বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়াস লি: (শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি) বলেন, বাংলাদেশে জনবলের কোন অভাব নেই কিন্তু দক্ষ জনবল তেমন পাওয়া যায় না। শ্রমিক দক্ষ না হওয়ার কারণে প্রায় সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে। দেশে সরকারীভাবে শ্রমিককে দক্ষ করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার। শ্রমিক দক্ষ হলে তার মজুরীর পরিমাণ বেশি হয়। বাংলাদেশ নির্মাণক্ষেত্রে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটে, যেখানে আহত ও নিহত হয়। এ আহত ও নিহত শ্রমিকরা অনেক সময় ন্যায্য পাওনা পায়না। বাংলাদেশের বেশিভাগ শ্রমিক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন সম্পর্কে জানেন না। বাংলাদেশের অনেক শ্রমিক নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। বিল্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড আইডিয়া লি:-এ কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনায় পতিত হলে তার চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয় তবে তা অপ্রতুল। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ করতে হবে। বিভিন্ন শিল্পের কর্মীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে পারদর্শী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের মানুষকে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন শেখ (০১৭০৮১২৩৫৫২), সুপারভাইজার ইনচার্জ Assure Group (শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি) জানান, Assure Group-এ কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। কোনো শ্রমিক অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কোনো বিষয়ে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া থাকলে সরাসরি চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়। Assure Group-র কর্মীদের দক্ষতার বৃদ্ধির জন্য ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তর হতে অগ্নি নির্মূলক ও ভূমিকম্প বিষয়ে প্রাথমিক করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়েছে। Assure Group-র লভ্যাংশ সকল কর্মীদের মাঝে সমহারে বণ্টন করা হয়। প্রতিবছর Assure Group-র কর্মীদের চিত্তবিনোদনের (পিকনিক, পিঠা উৎসব ইত্যাদি) ব্যবস্থা করা হয়।

জনাব মো: আবদুল কাদের জিলানী (০১৯১২৪১৫০২৮) ইন্টার্ন হাউজিং লি: (শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি) সভায় বলেন, শ্রমিকদের কি কি অধিকার রয়েছে তা অধিকাংশ শ্রমিকরা জানে না। ফলে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে না জানার কারণে অনেক বিষয়ে তা বঞ্চিত হচ্ছে। মালিকের সাথে অহেতুক দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ছে। তাই শ্রমিকের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে বিভিন্নক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। কিন্তু কিভাবে সাহায্যের আবেদন করতে হয় এবং এর নিয়মাবলি না জানার কারণে এ ফাউন্ডেশনের সুযোগ সুবিধা হতে শ্রমিকরা বঞ্চিত হচ্ছে বিধায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সুযোগ-সুবিধাসমূহ প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। বাংলাদেশ শ্রম আইনে কারখানার শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান করার বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও বেশির ভাগ কারখানার শ্রমিকদের তা প্রদান করা হয় না।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা উপমহাপরিদর্শক জনাব এ.কে.এম সালাউদ্দিন বলেন, শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। কারখানায় ডে-কেয়ার, কর্মপরিবেশ বিষয়ে শ্রমিকের কোনো অভিযোগ আছে কি-না তা পরিদর্শনকালীন খোঁজখবর রাখা হয়। কোনো শ্রমিকের অসুবিধা থাকলে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সেবা দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো তথ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে হার্ডকপি প্রেরণসহ ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করলে আরও ভালো হয়। তিনি আরও জানান, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বচ্ছ অভিযোগবক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং এটি শতভাগ কারখানায় থাকা দরকার। সকল শ্রমিক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের টোল-ফ্রি নম্বরে অভিযোগ প্রদান করতে পারে।

শ্রম অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক জনাব রোখসানা চৌধুরী সভায় জানান, মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা করা হয়। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নিয়মিত ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হচ্ছে। শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন আইআরআই-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিক ও মালিকদের শ্রম আইন সম্পর্কে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিকগণ দেশের শ্রম আইন সম্পর্কে অবগত হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে টিফিন, প্রশিক্ষণ উপকরণ ও ভাতা প্রদান করা হয়। সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য বছরের শুরু হতে ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছে। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন আইআরআই ও শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

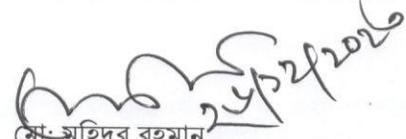
শ্রম অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব মির্জা ইকবাল মাহমুদ সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের সিটিজেন চার্টার দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্কিয়ে দেওয়া হয় যা দেখে শ্রমিকগণ সহজেই সেবা পেতে পারে।

সভাপতি বলেন, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে প্রান্তিক জনসাধারণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে তাদের জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা, বিধিমালা প্রণয়নসহ সময়ে সময়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তিনি শ্রম আইনে প্রদত্ত শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও প্রদানে মালিকপক্ষকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান। কলকারখানায় শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সকল শ্রমিককে তাদের অধিকার নিশ্চয়তার জন্য আরও সচেতন হতে হবে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের গুরুত্ব দিতে হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং আইএলও প্রদত্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। এসব আইনের আলোকে শ্রমিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাছাড়া সব কারখানায় অগ্নিনির্বাপক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

২। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (১) শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী শ্রমিকদের যথাসময়ে বেতনভাতা প্রদানসহ শ্রম আইন বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- (২) মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের শ্রম আইন, ২০০৬ বিষয়ক সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;
- (৩) শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি ও শ্রমঘন এলাকায় আবাসন ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- (৪) শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- (৫) শ্রম পরিদর্শকদের পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে;
- (৬) কারখানা রেজিস্ট্রেশন ও ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে;
- (৭) কারখানাসমূহের অবকাঠামো ও অগ্নি নিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;
- (৮) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কারখানার মালিকপক্ষকে ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং
- (৯) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা করতে হবে।

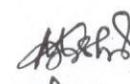
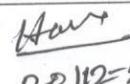
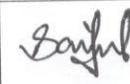
৩। পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

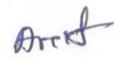
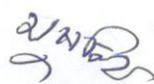
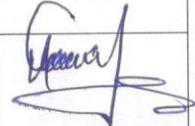
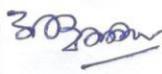
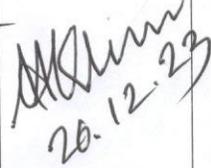
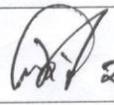
  
 মোঃ মহিদুর রহমান  
 যুগ্মসচিব

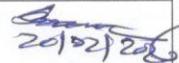
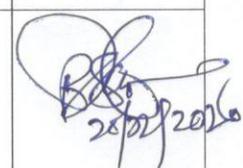
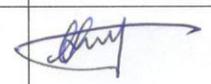
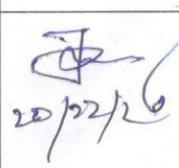
ও

শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা  
 শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়



ক্র.সং.	নাম, পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১০.	শ্রী. বনজয়নন্দ বিশেষ কার্যক্রম পরিচালক কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	০১৩২৫২৫০৭৩ ahoque.astrohrr@gmail.com	 20/12/23
১০.	মোহাম্মদ মুজিব মোর্শেদ খেয়ান Admin Officer Factory বিস্তারিত কার্যক্রম পরিচালক	০১৩২৪২৪ ০১০৭ mmuorshd.astroface@gmail.com	 20/12/23
১১.	স্ব. সত্যজিৎ সর্কার Production member C.A.S.L	০১৩০৭৪৪২০৫১৪	 20/12/23
১২.	সাইফুল ইসলাম Bond Department (Customs) Gardenia footwear Ltd (Savar)	০১৭৭০ ৭৬৭৫৪০ islamsaif000@gmail.com	
১৩.	শ্রী. মোহাম্মদ হাসান Manager (Account's) Panna Spinning Mills LTD	০১৭১২-৬০৭৭১৪ ০১৭১৪-০১৪৭৪৬ hasanmobashwer@yahoo.com	
১৪.	শ্রী. রশেদুল্লাহ সহকারী পরিচালক স্ব. বিজ্ঞান	০১৭৪২৪৪০৪৭০ rashedllbdu@gmail.com	 20/12/2026
১৫.	শ্রী. শাহাদাত হোসেন উপ-পরিচালক কেন্দ্রীয় কার্যালয়	০১৭১৩৩৬৬১১৪	
১৬.	শ্রী. শাহেদুল্লাহ Deputy Manager (A&F)	০১৭৩০০ ১৩৩৬৩ shahid@assumevolvent.com	
১৭.	শ্রী. মোহাম্মদ কবির মিহির পরিচালক স্ব. বিজ্ঞান, কেম ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেমস লিমিটেড	০১৭১৩৩৪০০৪৫ kamil@inceptapharma.com	
১৮.	শ্রী. মুহিনুজ্জামান মুহিন পরিচালক, স্ব. বিজ্ঞান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেমস লিমিটেড	০১৭০১২০ ৫১৭২ muhin@inceptapharma.com	

ক্র.সং.	নাম, পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১৯.	আব্দুল্লাহ আল শাওন মিনিয়র অফিসার, শাহর সফদ বিভাগ ইমবেলটি অ্যান্ড প্রকৌশলিকাল সার্ভিসেস	01701205243 shaon@inceptopharma.com	
২০.	Md. Abdur Razzak General Manager Panna Textile Mills Ltd	01819-814777 abdurrazzak972@yahoo.com	
২১.	নাম: শাকিল হামিদ জুনিয়র অফিসার, প্রসঙ্গ, কোমপেক্স, আবুলখালিক, শাহর ঢাকা।	01301390856 shakil0988@gmail.com	
২২.	আরিফ হাছিম ওয়েলফেয়ার অফিসার ৩৭৫০ বঙ্গবন্ধু, আবুলখালিক, শাহর, ঢাকা।	01778331111 arif23915@gmail.com	
২৩.	ডাঃ মোস্তাফিজুল হোসেন এম.বি.এস এম.বি.এস	01880885887	
২৪.	ডাঃ মুম্বিন মুম্বিন অফিসার আবুলখালিক হোসেন	01767138494	
২৫.	ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজ চিকিৎসক আবুলখালিক হোসেন	02902897082	
২৬.	ডাঃ আব্দুল আলম নূর	01714680076	
২৭.	MD MASUD KHAN MANAGER, HR	building technology & ideas ltd.	 20.12.23
২৮	MD. Hossain Manager, Admin	building technology & ideas ltd.	 20.12.23

নাম	নাম, পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
	ডঃ সাদেকুল হোসেন স্বাস্থ্য পরিদর্শক (সিঃ), ঢাকা	০১৭২৬৭০২০০২	 ২০/১২/২০
	সুদী-হাবিউল ইসলাম শ্রম পরিদর্শক (সিঃ), ঢাকা	০১৭২৬ ৫৬০২৪৬ mdidife98@gmail.com	 ২০/১২/২০
	মোঃ হাবিবুল হামিদ স্বাস্থ্যকর্মী	০১৭২৩২০৭০০৭	
	মোঃ মোস্তাফিজ রহমান স্বাস্থ্যকর্মী	০১৭৭৫ ৩৫১০৬১	
	মোঃ মোস্তাফিজ রহমান মোঃ মোস্তাফিজ রহমান	০১৭২০৫৫ ৩৬৩০	
	মোঃ জামিল হুদয়ন সুপারভাইজার ইনচার্জ বাকিবিল্ড গ্রুপ	০১৭০৮-১২৩৫৫২	
	মোঃ আফিল হুদয়ন সিঃ, সিঃ, এমিটিং, সুদ	০১৭৬৬৬৭২৭৭০ afil@assuregroupbd.com	
	ডঃ শাহ মোঃ আমান শাহ shahamshah@assuregroupbd.com	০১৭৬৬৬৭২৭৭২	SShak
	এ.বি.এম. জোনাথান দায়েজ স্বাস্থ্য পরিদর্শক (সিঃ) ঢাকা	০১৮১৭ ৪৭৩৪৬৭	 ২০/১২/২০
	ডাকিব শাহ মোঃ শ্রম পরিদর্শক (সিঃ), ঢাকা	০১৭১৮ ৬১৭৫৭৩	 ২০/১২/২০

নাম ও পদবী

যোগাযোগ নম্বর

স্বাক্ষর

ডায়ালগিক্যাল - ১০, এন.এ. বি.এ.  
মিনা স্ট্রিট

০১৭৭৭৭২১২৪

কার্ভি

হিঙ্গলয় স্কুল - হিঙ্গলয়  
পূর্ব মেদিনীপুর - ৭৫১০১০

০১৪৭১০৬১৩৪

Heralda  
২০/১২/২০২৩

শ্রীমতী সুনীতি দেবী - বি.এ.সি. অফিস

০১৯১২০০৩৬৯৬

শ্রীমতী সুনীতি দেবী